তারিখ ...... 14 MAY 2017
পৃষ্ঠা 20 2

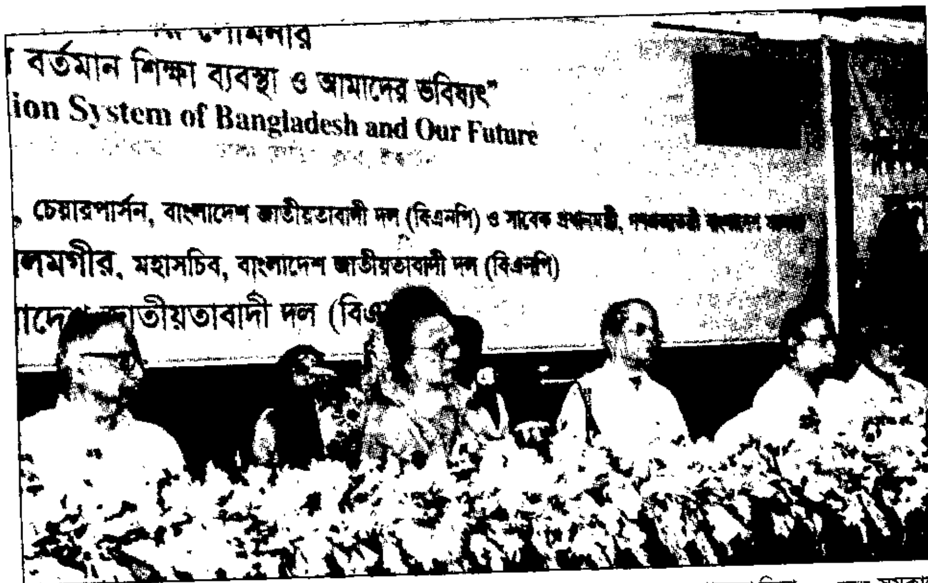

শনিবার বিএনপি আয়োজিত শিক্ষাবিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখেন দলের চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ■ সমকাল

বিএনপির শিক্ষাবিষয়ক সেমিনারে খালেদা জিয়া

পাস বাড়িয়ে শিক্ষার মানে অবনতি

■ সমকাল প্রতিবেদক

আত্মতুষ্টির কারণে পাসের হার বাড়িয়ে শিক্ষার মানের ক্রমাবনতি ঘটানো হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। তিনি বলেন, এ অবস্থা কাটিয়ে উঠতে না পারলে আগামী দিনে আমাদের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হবে এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় আমরা পিছিয়ে পড়ব। তাই বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে প্রচলিত সব ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করতে হবে।

গতকাল শনিবার রাজধানীর ইস্কাটনের লেডিস ক্লাবে 'বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা ও আমাদের ভবিষ্যৎ' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে খালেদা জিয়া এসব কথা বলেন। একই সঙ্গে তিনি সার্বজনীন শিক্ষা অর্জনের সুযোগ লাভের ক্ষেত্রে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, জেন্ডার ও অর্থনৈতিক বাধাগুলো দূর করার ওপরও গুরুত্ব ■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ২

পাস বাড়িয়ে শিক্ষার

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

আরোপ করেন। বিএনপি আয়োজিত চার পর্বের এই সেমিনারে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা, শিক্ষায় বিভিন্ন ধারা, উচ্চ ও অগ্রসর শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার ওপর আলোচনা হয়। এতে বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষাবিদরা অংশ নেন। সকালে সেমিনারের উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) সাবেক উপাচার্য এমাজউদ্দীন আহমদ।

লিখিত বক্তব্যে খালেদা জিয়া শিক্ষার প্রসারে 'ভিশন ২০৩০'-এ উল্লেখ করা ভাবনাও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, শিক্ষা খাতে জিডিপির ৫ ভাগ ব্যয় করে দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ ও অন্যান্য শিক্ষা সমস্যা থেকে উত্তরণ করতে হবে। ভবিষ্যতে এমন ব্যবস্থা গড়ে তুলব যাতে শিক্ষা শুধু ডিগ্রি অর্জনের হাতিয়ার হবে না; হবে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার হাতিয়ার। আমাদের জনসংখ্যা, বয়সভিত্তিক কাঠামো যেভাবে বদলে যাচ্ছে তা মোকাবেলায় মূল কৌশল হবে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বাড়ানোর মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি করা এবং আকর্ষণীয় চাকরির বাজার সৃষ্টি করা। শিক্ষা, গবেষণা, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রয়োজনীয় সেতুবন্ধন রচনা করা। অগ্রসর জ্ঞান, প্রযুক্তি, তথ্যপ্রযুক্তি ও শিক্ষার মাধ্যমে মানবসম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

সরকারের সমালোচনা করে বিএনপি চেয়ারপারসন বলেন, শিক্ষা মানুষকে গণতন্ত্রের প্রতি, ভিন্নমতের প্রতি, ভিন্নমত প্রকাশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শিক্ষা দেয়। কিন্তু সরকার শিক্ষার মৌলিক লক্ষ্যকেও পদদলিত করেছে। বিরোধী মতের লোকজনকে নিষ্ঠুরভাবে দমন করছে। দেশে সুশাসন, আইনের শাসন আজ নেই বললেই চলে। প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে সকল বিরোধী মতকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হচ্ছে। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের মানুষকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে অন্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সক্ষম করে তোলার মতো শিক্ষা ব্যবস্থা প্রয়োজন। প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ১৯ দফা কর্মসূচির কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের কারণে অনেক কিছুই বাস্তবায়িত হয়নি। আগামী দিনে ক্ষমতায় গেলে বিএনপি শিক্ষা ব্যবস্থাকে জনকল্যাণমুখী করবে। শুধু ডিগ্রি প্রাপ্তির মোহ থেকে দেশের তরুণদের মুক্ত করতে হবে। সামর্থ্য, মেধা ও চিন্তার জগতে পরিবর্তন আনতে হবে। শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থানের নিশ্চিত ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

সেমিনারের সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। শিক্ষা দর্শনবিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করেন অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. মাহবুব উল্লাহ। দিনব্যাপী সেমিনারের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আখতার হোসেন খান। সমাপনী অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বিএনপির শিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক এবিএম ওবায়দুল ইসলাম ও সহ-সম্পাদক হেলেন জেরিন খান।

সেমিনারে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাবি শিক্ষক ড. মো. সিরাজুল ইসলাম ও শাহ শামীম আহমেদ। শিক্ষায় বিভিন্ন ধারা বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাবি শিক্ষক ড. মো. ছিদ্দিকুর রহমান খান। উচ্চ ও অগ্রসর শিক্ষা বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক আ ফ ম ইউসুফ হায়দার। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বুয়েটের শিক্ষক ড. মো. সাব্বির মোস্তফা ও শাবির শিক্ষক ড. মোহাম্মদ ইকবাল।

আলোচনায় অংশ নেন নুরুল আমিন, খলিলুর রহমান, লুৎফর রহমান খান, তাজমেরী এস এ ইসলাম, জাহিদুল ইসলাম, সুকোমল বড়ুয়া, আবদুল লতিফ মাসুম, এম এনামুল্লাহ, মাহমুদুল হাসান, খসরুল আলম, [illegible] ইসলাম, নাজমুস সালাত, মামুন আহমেদ, [illegible] হোসেন, মোরশেদ হাসান খান প্রমুখ। বিএনপি নেতাদের মধ্যে ছিলেন ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, মির্জা আব্বাস, সেলিমা রহমান, আবদুল মান্নান, ড. ইনাম আহমেদ চৌধুরী, আবদুল আউয়াল মিন্টু, নিতাই রায় চৌধুরী, শওকত মাহমুদ প্রমুখ।

বাংলাদেশ
পরিচালকের কার্যালয়
কার্যার্থে/সর্ব/অবগতার্থে
স্বাক্ষর